যুগান্তর

তারিখ 12 JAN 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

৩ মাস ধরে দেশের সব শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রায় ৩ মাস ধরে দেশের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। যেন থমকে গেছে শিক্ষা কার্যক্রম। নানা উৎকণ্ঠা, আর হতাশায় কাটছে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের দিন। রাজধানীসহ সারাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মৌসুম চলছে। পাশাপাশি স্কুলগুলোর নতুন শিক্ষাবর্ষও শুরু হয়েছে। কিন্তু চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এক প্রকার বন্ধই হয়ে গেছে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম। সন্তানকে পছন্দের স্কুলে ভর্তি করাতে পারা-না পারার আশংকায় রয়েছেন অভিভাবকরা। যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছার সম্ভাবনাও রয়েছে। সব মিলিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা আর হতাশার অন্ত নেই। ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনের মুখে অচল রয়েছে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৩ মাস ক্লাস ও পরীক্ষার হলে বসতে পারেনি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্সের ৪৩০টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। এসব পরীক্ষা নিতে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত ছয় মাস লাগবে। ভর্তি পরীক্ষা দ্বিতীয় দফায় স্থগিত হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও দু'দফায় স্থগিত করা হয়েছে। ঠিক কবে ভর্তি পরীক্ষা হবে তাও কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত নন। এ অবস্থার মধ্যে বৃহস্পতিবার রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের আজিমপুর ক্যাম্পাসের প্রভাতী এবং দিবা শাখার পরীক্ষাও নেয়া হয়। ৭ জানুয়ারি ভিকারুননিসা স্কুলের মূল প্রভাতী শাখার ভর্তি পরীক্ষা ছিল। ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল, যা আজ নেয়া হচ্ছে। এদিকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়নি এখনও। রাজধানীর কিছু কিছু স্কুল ইতিমধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করলেও অধিকাংশ স্কুলের ভর্তি বাকি রয়েছে। ১৫ জানুয়ারি মতিঝিল মডেল স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। আজ ভিকারুননিসা, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয় এবং রাজধানীর 'বি' গ্রুপভুক্ত ৮টি স্কুলের পরীক্ষা রয়েছে। ইতিমধ্যে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের আগামী শনি ও রোববারের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করে আগামী ১৯ জানুয়ারি পরবর্তী দিন ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু এসব পরীক্ষা যথাসময়ে হবে কিনা তা নিশ্চিত করে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলতে পারেনি। তারা রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে

স্থবির : পৃষ্ঠা ৭। কলাম ৪

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উৎকণ্ঠায়

স্থবির : শিক্ষা কার্যক্রম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানান। রাজধানীর সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিনে 'সি' গ্রুপভুক্ত ৮টি স্কুলে ২ হাজার ৪৮৩ আসনের বিপরীতে ১৩ হাজার ৫৮৬ জন ভর্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়। সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত প্রথম শিফটে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এবং বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর পর্যন্ত প্রভাতী ও দিবা শাখার পরীক্ষা নেয়া হয়। একই সময়সূচিতে আজ এবং আগামীকালের পরীক্ষাও নেয়া হবে। আজ 'বি' গ্রুপভুক্ত ৮টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩ হাজার ১৮৬টি আসনের জন্য ১৪ হাজার ৫৪৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। আজ যে ৮টি স্কুলের পরীক্ষা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে— মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গভঃ মুসলিম হাই স্কুল, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলানগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাই স্কুল, ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও ধানমণ্ডি কামরুননেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। কাল 'এ' গ্রুপভুক্ত বাকি ৮টি স্কুলের পরীক্ষা নেয়া হবে। 'এ' গ্রুপের ৮টি স্কুলে আসন রয়েছে ২ হাজার ৩১৪টি। এর বিপরীতে পরীক্ষা দেবে ১১ হাজার ৬৬০ জন।

যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই না পৌঁছার আশংকায় পড়েছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের ৯০ ভাগ বই ছাপা হওয়ার কথা দাবি করলেও এখনও প্রায় ২০ শতাংশ বই ছাপা বাকি রয়েছে। আর ইবতেদায়ি স্তরের বই ছাপা বাকি আছে আরও বেশি, প্রায় ৩৮ শতাংশ। এ অবস্থায়ই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বুধবার বই বিতরণ উদ্বোধন করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিটিবির এক কর্মকর্তা জানান, যেভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বইমেলার বই ছাপানোর চাপ রয়েছে, তাতে চলতি শিক্ষাবর্ষে বছরের তিন মাস পরও শিক্ষার্থীরা সব বই হাতে পাবে না। ওই কর্মকর্তা জানান, অধিকাংশ বই ছাপার কথা বলা হলেও আসলে গড়ে ৬০ শতাংশ বই ছাপা হয়েছে। সূত্র মতে, এবার নতুন বই হাতে পাওয়া থেকে বেশি বঞ্চিত হবে মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। অবশ্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবির জানান, বই ছাপা ও বিতরণের গতি ভালোই।